ফিরে পেলেন ৯টি মোবাইল ফোন ও বিকাশের ৮২ হাজার টাকা

চুয়াডাঙ্গা সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল কর্তৃক হারানো মোবাইল ফোন ও খোয়া যাওয়া বিকাশের টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন তার কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল ফোনের মালিকদের হাতে উদ্ধারকৃত এসব মোবাইল ফোন তুলে দেন।

৯ জন মোবাইল ফোন মালিকের হাতে ৯ টি অ্যন্ড্রয়েড ফোন ও বিকাশ গ্রাহকদের হাতে উদ্ধারকৃত ৮২ হাজার টাকা তুলে দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, অফিসার ইনচার্জ জেলা গোয়েন্দা শাখা ও সাইবার ইনভেস্টিগেশন সেল।

ফোন হাতে পেয়ে হারানো ফোনের মালিক জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কোমরপুর গ্রামের রিপন আলী বলেন, মোবাইল ফোনটি পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। শখের মোবাইল ফোনটি পুলিশ সুপার ও সাইবার টিমের আন্তরিকতায় দ্রুত ফিরে পাবো ভাবতে পারছিনা। আমি অভিনন্দন ও ভালবাসা জানাচ্ছি পুলিশ সুপার ও সাইবার টিমকে।।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের দিক-নির্দেশনায় সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল জেলায় ধারাবাহিক সাফল্য ও উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, বিকাশ, নগদ, রকেট প্রতারণা, মোবাইল উদ্ধার, অনলাইন প্রতারণাসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতারণার শিকার ও ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন আইনগত পরামর্শ ও নিরবিচ্ছিন্ন সেবাদান করে চলেছে।

বিভিন্ন স্কুল- কলেজের উঠতি বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও চ্যাটিং অ্যাপসসমূহের সঠিক ব্যবহার, হয়রানির শিকার হলে দ্রুত সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের সাথ যোগাযোগ ও আইনী সেবা গ্রহণসহ অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনগ ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

দর্শনায় ফেনসডিলস ও মোটরসাইকেলসহ গ্রেফতার-৩

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও মোটরসাইকেলসহ সহ ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এসআই স্বপন কুমার সরকার, এসআই শামীম রেজা, এসআই সুমন্ত বিশ্বাস, এ,এস,আই হাফিজুর রহমান, সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামে।

এসময় গ্রামের জনৈক মধু চৌকিদারের বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর হতে আমদানি নিষিদ্ধ ভারতীয় ১০ বোতল ফেন্সিডিল নাস্তিপুর গ্রামের আব্দুল মমিনের ছেলে রুমন হোসেন (৩০), চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে সিরাজুল ইসলাম (২৭) ও জাফরপুরের সামসুল হকের ছেলে হিরোনকে (২৫) আটক করে। এসময় আটককৃতদের দখল হতে মাদক পাচার কাজে ব্যাবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ করে পুলিশ।

এ ঘটনায় আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হচ্ছে।###

দর্শনার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে সাইকেল বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হিজলগাড়ী, খাড়াগোদা, বেগমপুর-যদুপুর ও

কোটালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বাইসাইকেল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্ম জীবনী মূলোক বই বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০ থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এসব উপকরণ বিতরণ করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগর।

এসময় প্রধান অতিথি বলেন, নাগরিক জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে উত্তরণের শ্রেষ্ঠ সোপান হচ্ছে শিক্ষা। জগৎ ও জীবন স¤পর্কিত বাস্তব ধারণাকেও জ্ঞান বা শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়। শিক্ষাকে পুঁজি করেই পৃথিবীর সেরা জাতিসমূহ উন্নতির স্বর্ণ শিখরে উঠতে সক্ষম হয়েছে। রক্তার্জিত স্বাধীন দেশে উন্নত-সমৃদ্ধ জীবন প্রত্যাশী জাতি হিসেবে আমাদের জীবনে শিক্ষার ভ‚মিকা অপরিসীম। শিক্ষা একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ কিন্তু মানুষের সুকুমার বৃত্তি, মানবিকতার উৎকর্ষ সাধন এবং স্বয়ম্ভরতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। জাতির স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে শিক্ষা একটি নিরন্তন প্রক্রিয়া। এ উপলব্ধি এবং দৃঢ় বিশ্বাস থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতাত্তোর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে আর্থিক সংকট সত্তে¡ও শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহমর্মিতা ও স্বদেশ প্রেমে উদ্দীপ্ত একটি উদার মানবিকতা স¤পন্ন আধুনিক সমাজ নির্মাণ করা। কিন্তু ৭৫ এর ১৫ আগস্টের নারকীয় হত্যাকাÐ◌ের ফলে তাঁর মহান উদ্যোগ তথা পুরো জাতির স্বপ্ন-আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বাঙালি জাতির শত বছরের সফল সংগ্রামী ইতিহাস, ঐতিহ্য এমনকি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুখ থুবড়ে পড়ে। দেশ পশ্চাদমুখী গহŸরে নিমজ্জিত হয়। দীর্ঘ ২১ বছরের প্রতীক্ষা, প্রতিরোধ, সংগ্রাম এবং আতœত্যাগের বিনিময়ে জাতি বঙ্গবন্ধু মুজিবের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবারো হারানো মর্যাদা এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পায়।

তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে নারীদের এগিয়ে নিতে প্রথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্য়ন্ত নানান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে সরকার। দুরদুরান্ত থেকে মেয়েরা যাতে বিদ্যালয়ে আসতে পারে তার জন্যই আজকের এসাইকেল বিতরণ। যদি প্রয়োজনের তুলনায় কম। আগামীতে যেন আরও বেশি করে সাইকেল বিতরণ করতে পারি তার ব্যবস্থা করব।

সাইকেলের পাশাপাশি জাতীর জনকের যে অসমাপ্ত আতœজীবনী বইটি দিয়েছি সেটি তোমরাসহ পরিবারের সবাইকে পড়তে বলবা। তাহলেই জানতে পারবা বঙ্গবন্ধু কি ছিলেন।

হিজলগাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক আলী হোসেনের উপস্থপনায় বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি সাইফুল আজম মিন্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন স্বপন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া, নেহালপুর ইউনিয়ন আ.লীগের আহবায়ক মোবারক আলী, যুগ্নআহবায়ক হামিদুল্লাহ, দোস্ত বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, খাড়াগোদা বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠনে উপস্থিত ছিলেন গড়াইটুপি ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুর রহমান রাজু, সভাপতি আব্দুল খালেক, বেগমপুর-যদুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আব্বাচ আলী, কোটালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ইছাহাক আলী মাষ্টারসহ স্থানীয় আ.লীগ, যুবলীগ নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য ৪টি প্রতিষ্ঠনে বিনামূল্যে ছাত্রীদের মধ্যে ১১৬ টি বাইসাইকেল বিতরণ করেন।

জীবননগরে ৪ প্রতিষ্ঠানকে ৬২ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি করায় একটি বেকারী এবং মেয়াদউত্তীন্ন ঔষধ বিক্রি করাসহ বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তিনটি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসককে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় জীবননগর পৌর শহরের পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে ওই ৪টি প্রতিষ্ঠানকে ৬২ হাজার টাকা জরিমানা করেন জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার ও নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আরিফুল ইসলাম।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, জীবননগর পৌর শহরের মেসার্স রানী ফুডে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি করছে এমন অভিযোগের ভিক্তিত্বে

রানী ফুডে অভিযান চালানো হয়। এ সময় রানী ফুডে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি,পরিবেশে অধিদপ্তরের অনুমোদন না থাকা এবং লাইসেন্স না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৯এর ৫৩ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপরদিকে, মেয়াদউত্তীন ঔষধ বিক্রি করার অপরাধে হোমিও প্রাক্টিস অধ্যাদেশ ১৯৮৩এর ২ ধারায় অনুশক্তি হোমিও চিকিৎসক মুনীর আহম্মেদকে ১হাজার টাকা ,এ আলী হোমিও হলের চিকিৎসক জাব্বার আলীকে ১০হাজার টাকা এবং মাস্টার হোমিও হলের চিকিৎসক মোস্তফা কামালকে ১হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেন।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন জীবননগর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. আনিসুর রহমান এবং জীবননগর থানা পুলিশের একটি দল। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গা’র নবাগত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের যোগদান

চুয়াডাঙ্গা জেলায় নবাগত পুলিশ সুপার আবদুল্লা আল মামুন যোগদান করেছেন। সোমবার বিকাল ৪টার দিকে পুলিশ সুপার কার্যলয়ে তাকে ফুল দিয়ে বরন করে নেন সহকর্মীরা।

তিনি ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। তিনি বাংলাদেশ পুলিশে ২৫-তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

নবাগত পুলিশ সুপার তার চাকুরিকালে নোয়াখালী জেলা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, কুমিল্লা জেলা এবং সর্বশেষে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কাঙ্খিত জনবান্ধন চুয়াডাঙ্গা গড়তে নবাগত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন জেলার সকল রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনসহ সাংবাদিক, সুশীল সমাজ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সম্মানিত নাগরিকবৃন্দের সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ইতোমধ্যেই জেলা পুলিশ, চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল সকল সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদ্য যোগদানকৃত পুলিশ সুপার মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ আল-মামুন বিদায়ী পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা এর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তিনি সিআইডি, ঢাকায় পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি হয়েছেন।

শুভেচ্ছাক্ষণে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), আনিসুজ্জামান, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) মুন্না বিশ্বাস। সকল থানার অফিসার ইনচার্জ, ডিআইও-১, আরআই, টিআই সহ জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার-ফোর্সগণ।

বিদায় নিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম

শ্রদ্ধা, প্রশংসা ও সহকর্মীর অশ্রুসিক্ত ভালোবাসায় বিদায় নিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম (বিপিএম-সেবা)।

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ২০১৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পুলিশ সুপার হিসেবে চুয়াডাঙ্গায় দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চুয়াডাঙ্গা জেলায় যোগদান করেই তাঁর কর্মগুনে আলো ছড়িয়ে তিনি জয় করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর মন। তাইতো বিদায় বেলায় ভাসলেন শ্রদ্ধা, প্রশংসা, আবেগ ও ভালোবাসায়, সিক্ত হলেন সহকর্মীদের ফুলেল শুভেচ্ছায়।

মোঃ জাহিদুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্বপালনকালে জেলাবাসীর জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে

তিনি কাজ করেছেন একাগ্রচিত্তে।

পুলিশি সেবা সাধারণ মানুষের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে নিয়েছিলেন বিট পুলিশিংসহ নানামুখী উদ্যোগ। তার সময়ে অনলাইনে নাগরিক সেবা,সিটিজেন ইনফরমেশন রিপোর্ট (ঈওগঝ) এ সর্বমোট ৩,৬৬,৭৭৩ জন বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়ার পুর্ণাঙ্গ তথ্য হালনাগাদকরণ,পজ মেশিনের মাধ্যমে ই-ট্রাফিক ব্যবস্থা, অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান, অনলাইন জিডির প্রচলন, গঠিত উইমেন সাপোর্ট সেল ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল। যার সুফল পাচ্ছে চুয়াডাঙ্গাবাসী।

চুয়াডাঙ্গা জেলাকে মাদক ও চোরাচালান মুক্ত করার লক্ষে বিভিন্ন ধরণের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে বহুসংখ্যক মাদক ব্যবসায়ী মাদক ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

পুলিশ সুপার দ্বায়িত্ব পালনকালে অত্র জেলায় মোট মামলা ৩৭৫৪ টি অত্র মামলায় গ্রেফতার ৪০০৩ জন এছাড়াও মামলা নিস্পত্তি ৩৯৫৬ টি,মোট ওয়ারেন্ট প্রাপ্তি ৯৪৩৫ টি, মোট ওয়ারেন্ট নিস্পত্তি ১০৪৫৮ টি,এছাড়াও ১২০৮ টি মাদক ও চোরাচালান মামলায় গ্রেফতার হয় মোট-১৬৪৮ জন আসামী।

তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় ট্যাপেন্টা ট্যাবলেট ৫,৪৭৪ পিস, দেশী মদ ১৬ বোতল ১৪০ লিটার ৫০০ গ্রাম, ভারতীয় মদ ০৯ বোতল, ১১ লিটার, চোলাইমদ ০৯ বোতল, এ্যালকোহল-২৩ বোতল, ০১ লিটার, বেঙ্গল টাইগার মদ-২৪ বোতল, তাড়ী-১২০ লিটার, গাঁজার গাছ-৭৫টি, ফেন্সিডিল-২৪,৬৯৬ বোতল, তরল ফেন্সিডিল-০৫ লিটার, ইনজেকশন-৯১৫ পিচ, হেরোইন-৩২পুরিয়া, ইয়াবা ট্যাবলেট-৭,৬৫৭ পিচ, গাঁজা-৪২২কেজি ৫৫৯ গ্রাম, যাহার সর্বমোট মূল্য অনুমান-৩,৪৫,১৩০,৩৯০টাকা।

অবৈধ্য অস্ত্রগুলি উদ্ধার অভিযানে ২০টি মামলায় গ্রেফতার হয় মোট ২৬জন আসামী। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় ওয়ান শুটারগান-০৬টি, নাইন এমএম বিদেশী পিস্তল-০৩টি, ককটেল-০২টি, হাতবোমা-০৩টি, লোহার ছুরি-০১টি, রামদা-০৩টি, চাপাতি-০৫টি, খেলনা পিস্তল-০১টি, . ২২ বোর রাইফেল-০১টি, কাঠের হাতল তৈরী ছুরি-০৭টি, তলোয়ার-০১টি, হাসুয়া-০১টি, লোহার দা-০১টি ও পরিত্যাক্ত থ্রি নট থ্রি রাইফেল-০১টি, ম্যাগজিন-০২টি, ওয়ান শুটারগানের গুলি-০৬রাউন্ড, পিস্তলের কার্তুজ-৪৭রাউন্ড, থ্রি নট থ্রি রাইফেলের কার্তুজ-৬৬রাউন্ড,.২২ বোর রাইফেলের কার্তুজ-১৩৪রাউন্ড।

এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পুলিশ পেশাগত দ্বায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, মানবিক ও উৎসাহমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা রেখেছেন।বিশ্বব্যাপি মহামারী করোনাকালীন সময়ে ৮,২০৫জন অসহায়,দুস্থ্য,কর্মহীন মানুষের বাড়ি বাড়ি খাদ্য ও ঔষধ সামগ্রী পৌছানো,শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতারণ।

এতিম,পথশিশু,অনাথ ও প্রতিবন্ধী শিশুদের ঈদ সালামী ও নতুন জামা উপহার,প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার প্রদান,খাদ্য সামগ্রী উপহার,কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই পৌছে যাবে পুরস্কার (উন্নতমানের বেবি সেট, ফুল ও মিষ্টি) পেয়েছে ৮০৯টি পরিবার,৩৮৪টি ভাঙ্গা সংসার জোড়া,মোবাইল উদ্ধার,বিকাশ/নগদ এর টাকা উদ্ধার পূর্বক প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তর,সাইবার বুলিং এর শিকার নারী ও শিশুকে সহায়তা প্রদান,এচঅ-৫ প্রাপ্ত ঔঝঈ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান, মহামারী করোনাকালে বিঘ্নিত স্কুল পুলিশিং কার্যক্রম,খাদ্য যাবে বাড়ি, মাদক ও জঙ্গীবাদ বিরোধী মহাসমাবেশ, ইভটিজিং, কিশোরগ্যাং, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ সামাজিক, মানবিক ও উৎসাহমূলক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

ইতোমধ্যে তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর নিকট পেয়েছে মানবিক পুলিশ সুপারের স্বীকৃতি। তিনি চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার হিসাবে বার বার চুয়াডাঙ্গা শ্রেষ্ঠ জেলা এবং শ্রেষ্ঠ পুলিশ সুপার এর পদক রেঞ্জ ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, খুলনা রেঞ্জ এর নিকট থেকে গ্রহণ করেন।

তিনি পুলিশ সপ্তাহ ২০২১ সালে গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামূলক আচারণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশের সর্বোচ্চ পদক বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম-সেবা) পদকে ভূষিত হন।

বদলিজনিত বিদায়ে সহকর্মীদের ভালোবাসায় সিক্ত হন বিদায়ী অতিথি। জেলা পুলিশের সকল পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের বক্তব্যে কর্মময় জীবনে বিদায়ী অতিথি একজন সৎ, মেধাবী, প্রতিশ্রুতিশীল আগুয়ান, চৌকস, পরিশ্রমী, দক্ষ, গুণী ও মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন পেশাদার পুলিশ সুপার হিসেবে আলোচিত হন। সহকর্মীরা বিদায়ী অতিথির পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরন

চুয়াডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড তুলে দেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন। অনুষ্ঠানে জেলার ১০৩ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরণ করা হয়।

এছাড়া মারা যাওয়া ১৫৭ জন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সদস্যদের হাতে শুধুমাত্র ডিজিটাল সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন বলেন, অনেক দেরিতে হলেও আমরা ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড হাতে পেলাম। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে মাদরাসার

একাডেমি ভবনের উদ্বোধন করলেন এমপি টগর

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের ৬২নং আড়িয়া দাখিল মাদরাসার একাডেমী ভবন আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে এ ভবন উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

মাদরাসার সভাপতি আব্দুল রাজ্জেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভবণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি টগর বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিক্ষা, রাস্তা-ঘাট সহ সার্বিক ব্যবস্থা আজ উন্নতির দিকে।

কিন্তু বিএনপির নেতাকর্মীরা সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়ন দেখে চক্ষুসুল হয়ে দেশে অরাজকতার ষড়যন্ত্র করার পায়তারা করছে। তারা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন কোন লাভ হবেনা। দেশের মানুষ বুঝে গেছে দেশ ও জাতীর উন্নয়নে আ’লীগ সরকারের বিকল্প নেই।

বিশেষ অতিথি থেকে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনসুর বাবু, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ এ,এইস,এম লুৎফুল কবীর, গড়াইটুপি ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুর রহমান, আ.লীগ নেতা মিজানুর রহমান টিপু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগ সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মাদরাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীসহ এলাকার জনসাধারণ।

চুয়াডাঙ্গায় গাছ থেকে পড়ে

শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় গাছ কাটতে যেয়ে পা পিছলে পড়ে সেলিম হোসেন (৪৫) নামের এক গাছ কাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামের বাসিন্দা।

গতকাল সোমবার বেলা ৩টার সময় চুয়াডাঙ্গা রেল বাজার অদূরে রাস্তার উপর অবস্থিত পুরাতন গাছ কাটতে যেয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, সেলিম হোসেন গাছ কাটার শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।

প্রতিদিনের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা রেল বাজারের রাস্তার উপর অবস্থিত পুরাতন গাছ কাটতে যান তিনি এ সময় গাছের ডাল কাটতে যেয়ে ৪০ ফিট উচ্চতা থেকে পা পিছলে অসাবধানতাবশত তিনি গাছ থেকে রাস্তার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন।

এ অবস্থায় অন্য গাছ কাটা শ্রমিক ও স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার্ড করেন। আজ মঙ্গলবার রাজশাহী মেডিকেলে বেলা সকাল ১০ টার সময় মৃত্যু হয় তার।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদরের শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের মসজিদ পাড়া নিবাসী শান্তি রহমানের ৬ ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় ছেলে সেলিম হোসেন (৪৫)। বর্তমানে সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদরের পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামে বসবাস করতেন।

হায়দাপুর গ্রামের আমান জানান, সেলিম হোসেনের তিন কন্যা সন্তান ও একটি পুত্র সন্তানের জনক। তিন কন্যা সন্তানের বিবাহিত হলেও পুত্রসন্তান নবালক। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

পরিবারের একমাএ উপার্জনকারি ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবারের লোকজন। মঙ্গলবার রাত বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দার পুর গ্রামের ঈদগাহ মাঠে তাকে জানাজা করিয়ে হায়দার পুর কেন্দ্রীয় কবরস্থান দাফন কার্য সম্পন্ন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় আন্তজার্তিক যুব দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে চুয়াডাঙ্গায় আন্তজার্তিক যুব দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন ভবনের সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুদ আহমেদ এর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, যে কোনো দেশের যুব সমাজ সেই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। গ্রেটা থানবার্গ থেকে শুরু করে মালালা ইউসুফজাই, এই যুব সমাজ বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, এমনকি বর্তমান মহামারির মতো বিভিন্ন ঘটনায় পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বিশ্বব্যাপী সামগ্রীক পরিবর্তন আনতে যুব সমাজের এই অবদানের জন্য প্রতি বছর এই দিনে আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালিত হয়।

এ সময় তিনি আরও বলেন, এদেশের মুক্তি সংগ্রাম থেকে শুরু করে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে এ দেশের যুবসমাজ। শুধু তাই নয় দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজকে আলোকিত করতে এই যুব সমাজের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। যুবসমাজ এদেশের ক্রান্তিকালে সব সময় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে নিজেরা যেমন হয়েছেন ইতিহাসের উজ্জ্বল স্বাক্ষী, তেমনিভাবে তাদের এই আত্মত্যাগ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হয়ে আছে চির অনুসরণীয়। এসময় তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুদ আহামেদ বলেন, কোনো দেশের উন্নয়ন করতে হলে সেই দেশের যুবকদের দক্ষ কর্মী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে

হবে। যুবকদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব। বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি সমাধান করতে যুবকদের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে হবে।

চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আওতাধীন ব্রিটিশ কাউন্সিল এর লিড বাংলাদেশ প্রজেক্টের তত্বাবধানে চুয়াডাঙ্গায় এই আন্তজার্তিক যুব দিবস পালন করা হয়।লিড বাংলাদেশ প্রকল্প চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আওতাধীন যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও নতুন যুব উদ্যোক্তা তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে। লিড বাংলাদেশ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যে চুয়াডাঙ্গা ৫০০ জন যুবদের লিডারশীপ বিষয়ক ট্রেনিং সম্পন্ন করেছে।বর্তমানে তারা যুব উদ্যোক্তা তৈরি নিয়ে কাজ করছে ।

উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক জহির রায়হান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, লিড বাংলাদেশ প্রোজেক্টের সমন্বয়কারী শরিফুল আলম লিটন, লিড বাংলাদেশ প্রকল্প অফিসার মাসুদুর রহমান সহ যুব উন্নয়নের বিভিন্ন ট্রেডের শিক্ষক কর্মচারী বৃন্দ ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর যুব উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।